الرحلة إلى الأزهر

الدكتور طه حسين

<u>طه حسين(1889-1973)</u>

ولد فى قرية مغاغة وكان سابع أولاد أبويه

Egiptian Writer, critic and historian. He was the seventh son of his parents. He was known as "عميد الأدب العربي الحديث".He was blind from his childhood. Some of his prominent books are as follows:

فى الشعر الجاهلي	الأيام
دعاء الكروان	فى الأدب الجاهلى
المعذبون فى الأرض	البؤس
أحلام سهرزاد	قادة الفكر
على هامش السيرة	حديث الأربعاء
مع المتنبي	مستقبل الثقفة فى مصر
ذكرى أبى العلاء	تجديد ذكري أبى العلاء

The Present text has been taken from his autobiography named "الأيام"

أما في هذه المرة فستذهب إلى القاهرة مع أخيك، وستصبح مجاورا، وستجتهد في طلب العلم، وأنا أرجو أن أعيش حتى أرى أخاك قاضياً وأراكَ مِنْ عُلَماءِ الأزْهَرِ، قَدْ جَلَسْتَ إلى أحدِ أعْمِدَتِهِ ومِنْ حولكَ حَلَقَةٌ واسعةٌ بعيدةُ المَدَى.

قال الشيخُ ذلك لابنه آخر النهارِ في يوم من خريفِ سنة 1902، وسمع الصبيُّ هذا الكلامَ فلم يصدِّق ولم يكذِّب، ولكنه آثر أن ينتظر تصديق الأيام أو تكذيبها له، فكثيراً ما قال له أبوه مثلَ هذا الكلامِ، وكثيراً ما وعده أخوه الأزهري مثلَ هذا الوعدِ، ثم سافر الأزهري إلى القاهرة، ولبث الصبيُّ في المدينةِ يَتَرَدَّدُ بين البيتِ والكُتّابِ والمحكمة ومجالسِ الشُّيوخِ.

আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে যাত্রা

ডঃ ত্বহা হুসাইন

এবারে তোমার দাদার সাথে তুমি কায়রো চলে যাবে ও সেখানে তার প্রতিবেশি হবে। বিদ্যার্জনে তুমি জীবন প্রচেষ্টা করবে। আমি জীবনে বেঁচে থাকতে আশা রাখব যে তোমার দাদাকে একজন বিচারক হিসাবে ও তোমাকে একজন আযহারের জ্ঞানী হিসাবে দেখব। তুমি তার একটি গুরুত্বপূর্ণ আসনে অধিষ্ঠিত হবে । ও তোমার চার পাশে সুন্দর প্রশস্ত মজলিস হবে।

১৯০২ খ্রিষ্টাব্দের শরৎকালের কোন এক বৈকালবেলায় শাইখ তাঁর পুত্রকে উদ্দেশ্য করে এই কথাগুলো বললেন। বালকটি এই কথাগুলি শ্রবন করল কিন্তু হাঁ/না কিছুই বললনা। আগামী দিন গুলিই এর সত্য-মিথ্যা বিচার করবে বলে সে অপেক্ষা করাটাকেই প্রাধন্য দিল । কেননা বহুবার তার বাবা এমন কথা বলেছেন ও

তার আযহারী দাদাও এধরনের প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয়েছেন। অতপর আযহারী কায়রো চলে গেল। বালকটি শহরেই পড়ে রইল। আর বাড়ী, মকতাব, অফিস এবং শায়েখদের মজলিসে আনাগোনা করতে থাকল।

و في الحقَ أنه لم يفهمَ لماذا صدَق وعدُ أبيه في هذه السنة، فقد أخبر الصبيَّ ذات يومٍ أنه مسافرٌ بعد أيامٍ، واقبل يومُ الخميسِ، فإذا الصبيُّ يرى نفسَه في المحطةِ ولما تشرقُ الشمسُ، وهو يرى نفسَه جالساً القرفصاء مُنكَّسَ الرأسِ كئيباً محزوناً، وسمع أكبر إخوتِه يَنْهَرُهُ في لطفٍ قائلاً له:

لا تُنَكِّسْ رأسَكَ هكذا، ولا تأخذْ هذا الوجه الحزين فتُحْزِنُ أخاكا. وسمعَ أباه يُشَجِّعُهُ في لطفٍ قائلاً: ماذا يُحْزِنُكَ؟ أ لَسْتَ رجلاً؟ أ لستَ قادراً أن تُفارِقَ أمّكَ؟ أم أنت تريد أن تلعبَ؟ ألم يكفك هذا اللعب الطويل؟

আসলে সে কিছুই বুঝতে পারল না যে কেন পিতার প্রতিশ্রুতি এ বছরেই সত্যে পরিণত হল। তিনি একদিন বালককে বললেন যে কয়েকদিন পরেই তোমাকে যাত্রা করতে হবে। বৃহস্পতিবার এল। বালকটি হঠাৎ (নিজেকে দেখতে পেল যে সত্যিই সে যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছে)। সূর্যোদয়ের সময় নিজেকে স্টেশনে দেখতে পেল। সে নিজেকে দেখতে পেল যে অবনত মস্তক, উদাসীন ও দুঃখিত অবস্থায় সে কারফাসায় বসে আছে। সে শুনতে পেল যে তার বড় দাদা ভালোবাসার স্বরে এই বলে বকাবকা করছেঃ এইভাবে মাথা অবনত করিসনা, মুখটা দুঃখভরা করিসনা, নাহলে এটা তোর দাদাকেই দুঃখিত করবে। সে শ্রবন করল যে তার আব্বা তাকে ভালোবাসার স্বরে অনুপ্রানিত করে বলছেঃ কিসে তোমার দুঃখ? তুমি কি পুরুষ নও ? না কি তুমি মাকে ছেড়ে থাকতে পারবেনা ? না কি তুমি খেলা করতে চাও ? এত দীর্ঘদিনের খেলাধুলা কি তোমার জন্য যথেষ্ট নয় ?

شهد الله ما كان الصبيُّ حزينا لفراق أمه، و ما كان الصبيُّ حزينا لأنه لن يلعب. إنما كان يذكرُ هذا الذي يَنامُ هنالك من وراء النيل، كان يذكر أنه كثيراً ما فكر في أنه سيكون معهما

في القاهرة تلميذاً في مدرسة الطبّ. كان يذكر هذا كله فيحزنُ, ولكنه لم يظهرْ حزناً, وانما تكلف الإبتسام. ولو قد أرسل نفسه مع طبيعتها لبكى ولأبكى من حوله أباه وأخويه.

আল্লাহ সাক্ষী আছেন কিশোর তার মায়ের থেকে পৃথক হবার জন্য দুঃখিত ছিল না এবং আর কখনো সে খেলতে পারবে না তার জন্যও সে দুঃখিত ছিল না বরং সে মনে করছিল ঐ মানুষটিকে যে নীলনদের ওপারে শায়িত আছে যাকে সে সর্বদা স্মরণ করত, সে মনে করছিল ঐ কথাকে যা সে বহুবার চিন্তা করেছিল যে সে (কিশোর) শীঘ্রই তাদের দুজনের (দুই দাদা) সঙ্গে কায়রোর মেডিকেল কলেজের একজন ছাত্রে পরিণত হবে। এইসব মনে করে সে ব্যথিত হচ্ছিল কিন্তু সে দুঃখও প্রকাশ করল না বরং হাসবার চেষ্টা করল যদি সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ না করত এবং নিজেকে স্বীয় স্বভাবের উপর ছেড়ে দিত তাহলে সে নিজেও কাঁদত আর তার পাশে পিতা ও ভায়েদের কাঁদাতো ।

وانطلق القِطارُ ومضتْ ساعاتٌ ورأي صاحبنا نفسَهُ في القاهرةِ بين جماعة من المُجاورينَ قد أقبلوا إلى أخيه فحَيّوهُ وأكلُوا ما كان قد احتمله لهم من طَعَامٍ.

وانقضى هذا اليوم. وكان يوم الجمعة, وإذا الصبي يرى نفسَه في الازهر للصلاة. وإذا هو يسمعُ الخطيبَ شيخا ضخم الصوت عاليه, فخم الراءات والقافات.لا فرق بينه وبين خطيب المدينة إلا في هذا. فأما الخطبة فهي ما كان توعّد أن يسمع في المدينة. أما الحديث فهو هو. وأما النعت فهو هو. وأما الصلاة فهي هي ليست أطول من صلاة المدينة ولا أقصر.

রেলগাড়ি চলতে শুরু করল এবং কয়েক ঘন্টা কেটে গেল। আমাদের কিশোর নিজেকে কায়রোতে একদল প্রতিবেশির মাঝে দেখতে পেল । তারা তার দাদার কাছে এসে অভিবাদন (সালাম) জানাল এবং সে (দাদা) তাদের জন্য যে খাবার সামগ্রী তৈরি করে নিয়ে গিয়েছিল তা ভোজন করল।

এই দিনটি কেটে গেল, পরের দিনটি শুক্রবার ছিল। যুবক আযহারে নামাযের জন্য নিজেকে দেখতে পেল। সে শুনতে পেল একজন বক্তার বক্তব্য (খুৎবা) যিনি উচ্চ এবং ভারি কণ্ঠস্বরের অধিকারী একজন শায়েখ।"রা" এবং "ক্বাফ" অক্ষরগুলো সঠিকভাবে উচ্চারণ করছিলেন। শহরের বক্তা এবং সেই (আযহারী) বক্তার মধ্যে

এছাড়া (দুটি অক্ষরের উচ্চারণের পার্থক্য ব্যতীত) আর কোন পার্থক্য ছিল না। আর খুৎবা (বক্তব্য/সম্ভাষণ) ছিল সেই একই প্রকারের যা সে (কিশোর) তার শহরে শুনতে অভ্যস্ত ছিল। হাদীস সেই একই এবং না'ত (রাসূলের প্রশংসা) ছিল সেই একই প্রকারের। নামাযও ছিল একই প্রকারের শহরের নামাযের থেকে না ছিল দীর্ঘ বা না ছিল সংক্ষিপ্ত।

Translation

وعاد الصبي إلى بيته أو قل إلى حجرة أخيه خائب الظن بعض الشيء. وسأله أخوه: ما رأيك في تجويد القرآن ودرس القراءات؟ قال الصبي: لست في حاجة إلى شيء من هذا. فأما التجويد فأنا أتقنه, وأما القراءات فلست في حاجة إليها, وهل درست أنت القراءات؟ أليس يكفيني أن أكون مثلك؟ إنما أنا في حاجة إلى العلم, أريد أن أدرس الفقه والنحو والمنطق والتوحيد.

قال أخوه: حسبك! يكفي أن تدرس الفقه والنحو في هذه السنة.

অতঃপর কিশোর তার ঘরে ফিরে এল অথবা বলো তার দাদার কামরায় ফিরে এল কিছু বিষয়ে হতাশ ধারণার পোষণ করে। (অর্থাৎ যেটা সে কল্পনা করেছিল সেটা বাস্তবে ছিলনা)। তার দাদা তাকে জিজ্ঞাসা করল ঃ কেরাত পাঠ এবং কুরআনের সঠিক বিশুদ্ধ উচ্চারণ (তাজবিদুল কুরআন) সম্পর্কে তোমার মতামত কি? কিশোর বলল ঃ "এই সব বিষয়ের আমার প্রয়োজন নেই। কারণ তাজবিদ (বিশুদ্ধ উচ্চারণ) উহা আমি ভালভাবে রপ্ত করে নিয়েছি। আর কেরাত তাও আমার প্রয়োজন নেই।" তুমিও কি কেরাত অধ্যয়ন করেছ? আমিও তোমার মত হব ? এটা কি আমার জন্য যথেষ্ট নয় যে আমার জ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজন, আমি "ফেকাহ" (শরীয়তী বিধান শাস্ত্র), "নাহ" (আরবী ব্যাকরণ), "মানতিক" (তর্কশাস্ত্র) এবং "তাওহিদ" অধ্যয়ন করতে চাই। তার দাদা বলল ঃ ঠিক আছে এই বছর 'ফেকাহ' এবং 'নাহ' শিক্ষা করাটাই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।

وكان يوم السبت, فاستيقظ الصبي مع الفجر, وتوضأ وصلى, ونهض أخوه فتوضأ وصلى كذلك, ثم قال له: ستذهب معي الآن إلى مسجد كذا, وستحضرُ درسا ليس لك وإنما هو لي,

حتى إذا فرغنا من هذا الدرس ذهبت بك إلى الأزهر فالتمست لك شيخاً من أصحابنا تختلف إليه وتأخذ مبادئ العلم.

শনিবার এল, কিশোর ফজরের সময় ঘুম থেকে উঠে পড়ল, সে অযু করে নামায পড়ল. তার দাদাও উঠে পড়ল এবং একই ভাবে অযু করে নামায পড়ল। তারপর তাকে বলল ঃ এখন তুমি আমার সঙ্গে মসজিদে যাবে এবং একটি পাঠে আমার সঙ্গে উপস্থিত থাকবে তবে সেই পাঠটি (শিক্ষাটি) তোমার জন্য নয় বরং সেটা আমার জন্য। তারপর যখন এই পাঠ (বিদ্যা) আমরা শেষ করব তখন আমি তোমাকে নিয়ে আযহারে যাব। আমার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে এমন এক শায়েখকে তোমার জন্য অনুসন্ধান করব। যার কাছে তুমি যাতায়াত করবে এবং তাঁর কাছ থেকে প্রারম্ভিক বিদ্যা অর্জন করবে।

قال الصبي: وما هذا الدرسُ الذي سأحضرُه؟ قال أخوه ضاحكاً:هو درس الفقه وهو ابن عابدين على الرد. قال ذلك يملأ به فمه. قال الصبي: ومن الشيخ؟ قال أخوه: هو الشيخ... وكان الصبي قد سمع اسم الشيخ. ألف مرة ومرة. فقد كان أبوه يذكرُ هذا الإسم ويفتخر بأنه عرف الشيخ حين كان قاضياً للإقليم. وكانت أمه تذكر هذا الإسم، وتذكر أنها عرفتْ امرأته فتاة هوجاء جلفة، تتكلف زي أهل المدينة وما هي من زي أهل المدن في شيئ، وكان أبو الصبي يسأل ابنه الأزهري كلما عاد من القاهرة عن الشيخ ودروسه وعدد طلابه.

কিশোর জিজ্ঞাসা করল: এই বিদ্যাটি কি যেখানে আমি তোমার সঙ্গে উপস্থিত থাকব? তার দাদা হাসতে হাসতে বলল ঃ সেটা হল ফিকাহের পাঠ যা " ইবনু আবেদীন আলাল রদ্দে" । যখন সে (দাদা) এই কথা বলল তার মুখ ভরে গেল। কিশোর জিজ্ঞাসা করল- শায়েখ কে? তার দাদা বলল- তিনি হলেন সেই শায়েখ...কিশোর এই শায়েখের নাম এক হাজার একবার শুনেছিল। তার পিতা এই নাম সম্পর্কে আলোচনা করতেন এবং গর্ববোধ করতেন কারণ তিনি এমন এক শায়েখের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন যিনি তখন জেলার বিচারক ছিলেন। তার মাতাও এই নাম সম্পর্কে বলতেন এবং আলোচনা করতেন যে তিনি (মাতা) তার যুবতী স্ত্রীকে চেনেন যে চঞ্চলা কর্কশ কণ্ঠী মহিলা ছিল. সে শহরবাসীদের চালচলনের মত চেষ্টা করত যদিও তার চালচলন শহরবাসীদের চালচলনের মত কিছুই ছিল না। কিশোরের পিতা তার আযহারী পুত্রকে যখনই সে কায়রো থেকে ফিরে আসত সেই শায়েখ, তার শিক্ষাদান এবং তার ছাত্র সংখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত।

وكان ابنه الأزهري يحدثه عن الشيخ ومكانته في المحكمة العليا وحلقته التي تعد بالمئات. وكان أبو الصبي يلحُّ على ابنه الأزهري في أن يقرأ كما كان يقرأ الشيخ، فيحاول الفتى تقليده فيضحك أبوه في إعجاب وإكبار، وكان أبو الشيخ يسأل ابنه: أيعرفك الشيخ؟ فيجيبُ الفتى: وكيف لا! وأنا ورفاقي من أخص تلاميذه وآثرهم عنده، نحضر درسه العام ثم نحضر عليه درسا خاصاً في بيته، وكثيراً ما نتغدى لنعمل معه بعد ذلك في كتبه الكثيرة التي يؤلفها. ثم يمضي الفتى في وصف بيت الشيخ وحجرة استقباله ودار كتبه، وأبوه يسمع ذلك معجبا، حتى إذا خرج إلى أصحابه قص عليهم ما سمع من ابنه في شيئ من التيه والفخار

তার আযহারী পুত্র (পিতাকে) সেই শায়েখ ও তার উচ্চ মর্যদা সম্পর্কে তার হাইকোর্টে এবং শত শত অগনিত সভায় বর্ণনা করত। কিশোরের পিতা তার আযহারী পুত্রকে ঐভাবে পড়ে শুনাবার জন্য জোর দিতেন যেমন সেই শায়েখ পড়তেন। যুবক তাঁকে অনুসরণ করার চেষ্টা করে শুনাত আর তার পিতা বিস্ময়ে খুশি হয়ে গর্ববোধ করে হাসতেন। কিশোরের পিতা তাঁর পুত্রকে জিজ্ঞাসা করতেন। শায়েখ কি তোমাকে চেনেন? যুবক উত্তর দিত। কেনই বা চিনবেন না? আমি এবং আমার সঙ্গীরা তাঁর বিশিষ্ট ছাত্রদের মধ্য অন্যতম। আর তাঁর কাছে মানমর্যাদা সম্পন্ন ছাত্রদের মধ্যে আমরা অন্যতম। আমরা তাঁর সাধারণ শিক্ষাদানের আসরে থাকি আবার তাঁর বাড়িতে বিশেষ শিক্ষাদানের সময়ও উপস্থিত থাকি। অনেক সময় আমরা সকালবেলার জলখাবার (ব্রেকফাস্ট) খেয়েই চলে যাই। যাতে তাঁর সঙ্গে আমরা কাজ করতে পারি (সহযোগিতা) তাঁর অসংখ্য গ্রন্থসমূহ সম্পর্কে যা তিনি রচনা করেছেন। তারপর যুবক শায়েখের বাড়ি অভিবাদন কক্ষ এবং গ্রন্থ-কক্ষ সম্পর্কে গুণাগুন বর্ণনা করে যেত। তাঁর পিতা বিস্মিত হয়ে শুনতেন। তারপর যখন তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে তাঁর বন্ধুবান্ধবদের কাছে যেতেন তখন তাদের কাছে ঐ গল্প বর্ণনা করতেন যা কিছু তিনি গর্ব ও প্রশংসামূলক কথা তাঁর পুত্রের কাছ থেকে শুনে থাকতেন।

كان الصبي إذن يعرف الشيخ، وكان سعيداً بالذهاب إلى حلقته والاستماع له. وكم كان مبتهجا حين خلع نعليه عند باب المسجد ومشى على التحصير ثم على الرخام ثم على هذا البساط الرقيق الذي فرش به المسجد. وكم كان سعيدا حين أخذ مكانه في الحلقة على هذا البساط إلى جانب عمود من الرخام، لمسه فأجاب ملاسته ونعومته، وأطال التفكير في قول ابيه: إني لأرجو أن أعيش حتى أرى أخاك قاضيا وأراك صاحب عمود في الأزهر.

সুতরাং এবার থেকে কিশোর শায়েখকে চিনল, তাঁর শিক্ষাদানের আসরে যাওয়া এবং বক্তব্য শোনা তার জন্য সৌভাগ্যপূর্ণ ছিল। সে কতই না আনন্দিত ছিল যখন জুতো মসজিদের দরজার কাছে খুলে মাদুরের উপর দিয়ে হাঁটল, তারপর মার্বেল পাথরের উপর দিয়ে তারপর এই পাতলা কার্পেটের উপর দিয়ে যেটা মসজিদে বিছানো ছিল। সে কতই সৌভাগ্যবান যখন মার্বেল পাথরের স্তম্ভের পাশে এই কার্পেটের উপর শিক্ষাদানের আসরে নিজের জায়গা পেয়ে গেল। সে সেই স্তম্ভকে স্পর্শ করল। তার মসৃণতা এবং কোমলতা তাকে ভাল লাগল।সে দীর্ঘক্ষণ ধরে তার পিতার কথা চিন্তা করছিল ঃ " আমি জীবনে বেঁচে থাকতে আশা রাখব যে তোমার দাদাকে একজন বিচারক হিসাবে ও তোমাকে একজন আযহারে জ্ঞানী হিসাবে দেখব ।"

وفيما هو يفكر في هذا ويتمنى أن يمس أعمدة الأزهرليرى أ هى كأعمدة هذا المسجد، وللطلاب من حوله دوي غريب، أحس أن هذا الدوي يخفت ثم ينقطع، وغمزه أخوه بيده قائلاً في صوت خافت: لقد أقبل الشيخ. اجتمعت شخصية الصبى كلها حينئذ في أذنيه وأنصت ما ذا يسمع؟ يسمع صوتاً خافتا هادئا رزينا ملؤه شيء قل إنه الكبر، أو قل إنه الجلال، أو قل إنه ما شئت، ولكنه شيء غريب لم يحبه الصبي. ولبث الصبي دقائق لا يميز مما يقول الشيخ حرفاً، حتى إذا تعودت أذناه صوت الشيخ وصدى المكان سمع وتبين وفهم. وقد أقسم لي بعد ذلك أنه احتقر العلم منذ ذلك اليوم. سمع الشيخ يقول: (ولو قال لها أنت طلاق أو طلاق أو أنت طلال أو أنت طلاة، وقع الطلاق ولا عبرة بتغيير اللفظ.)يقول ذلك متغنيا به مرتلا له ترتيلا في صوت لا يخلو من حشرجة، ولكن صاحبه يحتال أن يجعله عذبا، ثم يختم هذا الغناء بهذه الكلمة التي أعادها طوال الدرس: (فافهم يا ادع). وأخذ الصبي يسأل نفسه عن (الادع) هذا ما هو؟ حتى إذا انصرف عن الدرس سأل أخاه: ما الأدع؟ فقهقه أخوه وقال:الأدع الجدع في لغة الشيخ.

ومضى به بعد ذلك إلى الأزهر فقدمه إلى أستاذه الذي علمه مبادئ الفقه والنحو سنة كاملة.

সে এই চিন্তার মধ্যে মগ্ন ছিল এবং আশা করেছিল আযহারের স্তম্ভকে স্পর্শ করবে যাতে সে দেখতে পারে যে এই মসজিদের স্তম্ভের মতো সে সত্যই কি আযহারের স্তম্ভ ছিল। তার পাশে ছাত্রদের বিস্ময়কর কোলাহল শব্দ হচ্ছিল। সে অনুভব করল যে এই কোলাহল হ্রাস পাচ্ছিল তারপর বন্ধ হয়ে গেল। তার দাদা স্বীয় হাত দিয়ে তাকে স্পর্শ করে মৃদুকণ্ঠে বলল, "শায়েখ এসে গেছেন"। কিশোরের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য তখন তার দুই কানে একত্রিত হয়ে গেল এবং সে চুপ করে থাকল। কিন্তু সে কী শুনছে? একটি ক্ষীণ দুঃখপূর্ণ কণ্ঠস্বর শুনতে পেল যার মধ্যে কোন একটি বিষয়ে পরিপূর্ণ ছিল, তুমি বলতে পারো সেটা দাম্ভিকতা অথবা বলতে পারো সেটা আড়ম্বপূর্ণ অথবা যা ইচ্ছা তাই তুমি বলতে পারো। কিন্তু নতুন এই বিষয়টা কিশোরের কাছে ভাল লাগল না। কয়েক মিনিট ধরে সে স্থির রইল কিন্তু শায়েখ যা বলছিলেন তার একটি অক্ষরও সে পৃথক করতে (বুঝতে) পারল না। অবশেষে যখন তার কান দুটি শায়েখের স্বর এবং স্থানের গুঞ্জন শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গেল তখন সে শুনতে পেল এবং কথাগুলো পরিষ্কার হল আর সে বুঝতে পারল। তারপর থেকে সে (কিশোর) আমার কাছে শপথ গ্রহণ করেছে যে সেদিন থেকেই বিদ্যাকে সে তুচ্ছ জ্ঞান করত। শায়েখকে সে বলতে শুনেছে, "যদি সে (স্বামী) তাকে (স্ত্রীকে) বলে তুমি তালাক, অথবা তুমি "যল্লাম" (অত্যাচারিনী) অথবা তুমি "তালাল" বা "তালাত" তাহলে তালাক পতিত হবে এবং শব্দের তারতম্য বিবেচ্য নয়।" তিনি তা গানের স্বরে এবং সুন্দর কণ্ঠে বলেছিলেন যা ঘর্ঘর মুক্ত ছিল না। কিন্তু কণ্ঠের অধিকারী (শায়েখ) সেই স্বরকে সুমিষ্ট করার কৌশলে ছিলেন, তারপর এই গান এই শব্দ দ্বারা সমাপ্ত হল যা দীর্ঘ পাঠদানকালে তাকে (শব্দকে) বারবার পাঠ করে ছিলেন "ফাহিম ইয়া আদা"। কিশোর নিজে নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে থাকল "আদা" এই শব্দটি কি-শব্দ? যখন পঠনপাঠন থেকে সে ফিরে এল তার দাদাকে জিজ্ঞাসা করল- 'আদা' এটা কি? তার দাদা অট্টহাসি করে বলল আদা'- হল 'আল জাদা' শায়েখের পরিভাষায়। তার দাদা তাকে পরে আযহারে নিয়ে গেল ও শিক্ষকের নিকট উপস্থিত করালেন যিনি তাকে ফিকাহ, নাহু শাস্ত্র ও প্রাথমিক স্তর গুলো সম্পূর্ণ এক বছর ধরে শিক্ষাদান করলেন।

End
Ahossain